যায়যায়দিন

তারিখ ২৪ AUG 2012
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

জাবি বন্ধ ঘোষণা

একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর কত

'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড', এই বাক্যটির সঙ্গে কোনো শিক্ষক বা শিক্ষার্থীর পরিচিতি নেই এমন কথা নিশ্চয় কেউ হলফ করে বলতে পারবেন না। শিক্ষাকেন্দ্রিক বহুল প্রচলিত এই প্রবাদ বাক্যটির বাইরে আরো কিছু উক্তি আছে। যেমন 'জ্ঞানই শক্তি'। 'জ্ঞানই আলোকবর্তিকা'। এর পরিচয় হৃদয়ঙ্গম করতে হয়ত শিক্ষক শিক্ষার্থীকে আরো কতকটা উচ্চতর মনোবৃত্তিসম্পন্ন হতে হয়। সে জন্যই তো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। আধুনিক পৃথিবীর যত রাষ্ট্র উন্নতির শিখরে অবস্থান করছে এবং স্থিতিশীল রয়েছে- তার সবই শিক্ষার সুবিন্যস্ত ব্যবস্থাপনার জোরেই। যে বাংলাদেশ '৪৭ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়ে আরো অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারত, সেটা হতে পারেনি, সেই শিক্ষার জোরটি অত্যন্ত থাকাতেই। এই একটি কারণেই যে দেশটি ভারতের অগ্রসর রাজ্যগুলোর বিপরীতে তার দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে পারছে না, সেটা বুঝেই তৎকালে বৃটিশ সরকার 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করে। তো, যে ভাবনাটি বাইরের লোকেরা ভাবতে পারে, যাদের কি না আমরা উঠতে বসতে 'শোষক' বলতাম, সে ভাবনাটির গুরুত্বই দেশের ওই 'শোষিত' মানুষ যদি না বোঝে, তো সে দেশে 'জ্ঞানই শক্তি' হয়ে উঠবে কি করে?

কথাগুলো যখন আসছে, তখন দেশজুড়ে শিক্ষাঙ্গনে দুর্দমনীয় এক অস্থিরতা বিরাজিত। কিছুদিন আগে জাবি'র ভিসিকে এরকম অস্থিরতার মধ্যেই পদত্যাগ করতে হয়। এরপর তো বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি ফিরে আসার কথা। কিন্তু যারা পণ করেই আছে অশান্তিতেই থাকবে, তারা কীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে? সেই আন্দোলনের রেশ কাটতে না কাটতেই শিক্ষকদের আন্দোলনে জাবি আবারো টালমাটাল হয়ে উঠল। প্রশাসনের বিরুদ্ধে 'সম্মিলিত শিক্ষক পরিষদের' শিক্ষকরা সর্বাত্মক ধর্মঘটে গেলে শিক্ষার পরিবেশ স্থবির হয়ে পড়ে কিছুদিন। একের পর এক এরকম অস্থিরতা জাবি'র জন্য যেন নিত্যসঙ্গী হয়েই আছে। কখনো নারীঘটিত, কখনো উপাচার্য ঘটিত, কখনো শিক্ষকঘটিত এরকম অচলাবস্থা তৈরির জন্য একের পর এক ইস্যু যেন প্রস্তুত হয়েই থাকে এখানে। এমন পরিস্থিতিতে ছাত্রদের পড়াশোনার পরিবেশ কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? এই পরিবেশ সৃষ্টির প্রথম কর্তব্য শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের। কিন্তু সে ক্ষেত্রে এই ছাত্ররাই বা কতটুকু ভূমিকা রাখছে? কথায় কথায় তারা যেভাবে সহিংস হয়ে ওঠে, এটা তো কোনো সভ্য আচরণের মধ্যে পড়ে না। মনে রাখা দরকার দেশের এই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছাত্রদের টাকায়ও চলে না। এর পেছনে দেশের তৃণমূলের খেটে খাওয়া মানুষ থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষের আর্থিক সাহায্য জড়িত। এখানে কেউ যেভাবে ইচ্ছা যা তা করে যাবে, সে জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। একের পর এক সংঘাত-সহিংসতার অভয়ারণ্য হয়ে উঠছে যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয়টি, তো আমাদের প্রশ্ন, এর নাটের গুরু আসলে কারা? এর পেছনে এমন কোনো অদৃশ্য হাত আছে কি, যা খালি চোখে দেখাই যায় না!

এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেরকম অস্থিরতা বিরাজ করতো, সেটাই চলছে এখন জাবি'তে। দেশে যে কয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে তন্মধ্যে অস্থিরতার দিক থেকে এই জাবি'ই থাকবে সবার শীর্ষে। এই শীর্ষস্থানে থাকা নিশ্চয় কোনো গৌরবের নয়।

এমন পরিস্থিতিতেই কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করতে বাধ্য হন। অবিরাম সংঘাত-সংঘর্ষ, বিক্ষোভ-ভাংচুর, সহিংস ত্রাসের কারণে কর্তৃপক্ষ ঈদের ছুটি এক সপ্তাহ এগিয়ে এনে জাবি'র সব শিক্ষার্থীকে হল ছাড়ার নির্দেশ দেন।

> বারবার এভাবে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়াই তো সমাধান হতে পারে না। আবার যখন খোলা হবে, তখনও যে ওই সংঘাত হবে না, তা কীভাবে নিশ্চিত করে বলা যায়।

সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ার পেছনে জানা যায়, অর্থনীতি বিভাগের স্নাতকোত্তর পর্বের জনৈক ছাত্রের ওপর হামলাকে কেন্দ্র করে মীর মশাররফ হোসেন হলে পুলিশ ছাত্রলীগের এক ছাত্রনেতাকে গ্রেপ্তার করতে উদ্যত হয়, তাতেই হলের ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। প্রাধ্যক্ষের বাড়ি ভাংচুর করতে গিয়ে পুলিশের বাধার মুখে পাঁচ ছাত্র আহত হয়। এতে পরিস্থিতি আরো উত্তাল হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে ছাত্রদের বাড়াবাড়ি চরমে পৌঁছানোর প্রাক্কালেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন ঘোষণা দেন, পরিস্থিতি এভাবে চলতে থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হতে পারে। তাতেও ছাত্রদের সহিংসতা না থামলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে হয়। কিন্তু বারবার এভাবে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়াই তো সমাধান হতে পারে না। আবার যখন খোলা হবে, তখনও যে ওই সংঘাত হবে না, তা কীভাবে নিশ্চিত করে বলা যায়। কাজেই এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তার জন্য কর্তৃপক্ষ যথোপযুক্ত কার্যকরী ব্যবস্থাই তো নিতে পারে। সে দিকনির্দেশনা কি কর্তৃপক্ষের জানামতে নেই? তাহলে এভাবেই যুগ যুগ বিশ্ববিদ্যালয় চলবে কী করে?